করোনা যুদ্ধের সন্ধিক্ষণে ভারত : মুকেশ আম্বানি

গান্ধিনগর, ২১ নভেম্বর : করোনা সংক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সতর্কতায় শিথিলতা দেখানো কোনও মতে কাম্য নয়। করোনার জন্য লকডাউন চালকালীন মোদি সরকার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে যেসব পদক্ষেপ করেছে আগামী বছরগুলিতে তার সুফল মিলবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি।

ভারতে সংক্রামিতেরর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। কয়েকটি রাজ্যে সংক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধির কারণে নতুন করে লকডাউন ঘোষণা হতে পারে বলে জল্পনা চলছে। স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েও পিছিয়ে এসেছে মহারাষ্ট্র সরকার। আহমেদাবাদে সংক্রমণ ঠেকাতে ফের কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। দিল্লিতে বাজার বন্ধের জন্য কেন্দ্রকে প্রস্তাব দিয়েছে কেজরিওয়াল সরকার। এমন অবস্থায় মুকেশ আম্বানির করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি কেন্দ্রের আর্থিক নীতির সমর্থনে বিবৃতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। লকডাউন শুরু হওয়ার পর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ২০ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ধাপে ধাপে প্যাকেজের কয়েক লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যদিও অর্থনীতিতে

তার প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধী দলগুলি। অর্থনীতিবিদদের একাংশ বাজারে নগদের জোগান বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন। তবে মুকেশ আম্বানির মতো দেশের প্রথমসারির শিল্পপতি যে সরকারের আর্থিক নীতির ওপর আস্থা রাখছেন তা তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। পণ্ডিত দীনদয়াল পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতে করোনা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই নির্ণায়ক স্তরে পৌঁছেছে। এই দেশ অতীতে বহু প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছে। প্রতিবার আমাদের জনগণ ও সংস্কৃতি সংকট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। করোনা সংক্রমণ ভারতের সামনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। উদ্বিগ্ন না হয়ে সকলের উচিত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। আর্থিক বৃদ্ধির অভূতপূর্ব সুযোগকে কাজে লাগাতে পারলে আগামী দু'দশকে ভারত বিশ্বের প্রথম ৩টি অর্থনীতির মধ্যে জায়গা করে নিতে পারবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রেল রোকো প্রত্যাহারের ঘোষণা কৃষকদের

চণ্ডীগড়, ২১ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের আবেদনে সাড়া দিল পঞ্জাবের বিক্ষোভরত কৃষক সম্প্রদায়। কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি তিনটি কৃষি আইনের প্রতিবাদে গত ২ মাস ধরে যে রেল রোকো আন্দোলন তারা করছিল শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে তা প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছে। আগামী সোমবার রাজ্যের সর্বত্র রেল রোকো আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে বলে তারা জানিয়েনে। ফলে পঞ্জাবে স্তব্ধ রেল পরিষেবা ফের স্বাভাবিক হবে। বেশ কিছুদিন ধরেই রেল রোকো প্রত্যাহারের ব্যাপারে কথা চলছিল পঞ্জাব সরকার, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রক এবং আন্দোলনরত কৃষক সংগঠনগুলির মধ্যে। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসার আগে কৃষক সংগঠনগুলি নিজেদের মধ্যে একটি পৃথক বৈঠকে বসে। মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা রবীন ঠাকরাল টুইট করে এদিন জানান, কৃষক সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক আবেদনে সাড়া দিয়ে পঞ্জাবে যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন চালাতে আগামী সোমবার থেকে কৃষকরা তাঁদের রেল রোকো কর্মসূচি পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেবেন। এর আগে কৃষক সংগঠনগুলি শুধুমাত্র পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলে রাজি হয়েছিল। সেইসঙ্গে সমস্ত রেললাইন এবং প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা করে দেওয়ার কথাও দিয়েছিল তারা। কিন্তু রেলের সঙ্গে আন্দোলনরত কৃষক সংগঠনগুলির মধ্যে মতবিরোধের কারণে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হতে দেরি হচ্ছিল। কৃষক সংগঠনগুলির দাবি ছিল, রেলকে প্রথমে পণ্যবাহী ট্রেন চালাতে হবে। তবেই তারা যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু করার বিষয়টি ভেবে দেখবে। কিন্তু রেলমন্ত্রক জানিয়েছে, চালালে দু'রকম ট্রেন একসঙ্গে চালু হবে নচেত নয়। পঞ্জাব সরকারের কাছেও রেলমন্ত্রক বার্তা পাঠিয়ে জানায়, ট্রেন পরিষেবায় যাতে কোনওরকম বিঘ্ন না ঘটে তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্য সরকারকে। প্রায় দু-মাস পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় শিল্পসংস্থাগুলির ৩০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এরপর কৃষক সংগঠনগুলির ওপর চাপ দিতে থাকে শিল্পসংস্থাগুলি। পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ায় সার, কয়লা এবং চটের বস্তার জোগান ব্যাপকভাবে মার খায় পঞ্জাবে। শেষমেশ মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের আশ্বাসে বরফ গলায় খুশি কৃষক সংগঠনগুলি।

চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। – পিটিআই

কোমরবিডিটি ঠেকাতে টিকা বণ্টনব্যবস্থা ঢেলে সাজাচ্ছে কেন্দ্র

বাংলায় ডিসেম্বর থেকে কোভ্যাকসিনের ট্রায়াল

নিউজ ব্যুরো

২১ নভেম্বর : ভারতে করোনা সংক্রমণে স্থায়ীভাবে বাঁধ দিতে হলে টিকার গণপ্রয়োগ জরুরি। এ ব্যাপারে কার্যত একমত সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। বড় মাত্রায় উৎপাদন শুরু করতে টিকার হিউম্যান ট্রায়াল শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে দায়িত্বপ্রাপ্ত ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি। বর্তমানে এ দেশে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রোজেনেকার কোভিশিল্ড, ভারত বায়োটেকের কোভ্যাকসিন ও গ্যামেলিয়া ইন্সটিটিউটের স্পুটনিক ভি-র দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল চলছে। এদের মধ্যে কোভিশিল্ড সম্ভবত সবার আগে বাজারে আসতে চলেছে। তবে ১৩০ কোটির দেশে সবার কাছে টিকা পৌঁছে দিতে শুধু কোভিশিল্ড যথেষ্ট হবে না। কারণ,সকলকে দেওয়ার মতো একটি নির্দিষ্ট টিকা উৎপাদন করতে হলে বছর ঘুরে যাবে। সূত্রের খবর, সেকারণেএকাধিক টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে কেন্দ্র। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রাথমিকভাবে কোমরবিডিটির কারণে মৃত্যুর ঘটনায় রাশ টানতে চাইছে সরকার। এ জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টিকা প্রয়োগ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম ধাপে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি ৬০ বছরের বেশি বয়সিদের টিকা দেওয়া হবে। এ জন্য রাজ্যগুলিতে প্রাপকদের চিহ্নিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। চলতি মাসের মধ্যে সেই কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। দীর্ঘ আট মাস অতিক্রমের পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম টিকা পরীক্ষা (ক্লিনিকাল ট্রায়াল) করার ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা নাইসেড। রাজ্যে এই প্রথম কোভিড ভ্যাকসিনের তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল হবে। ভারতের ২৬ টি পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রায় ২৬০০০ স্বেচ্ছাসেবকের উপরে পরীক্ষা চালাচ্ছে আইসিএমআর।

দ্বিতীয় পর্যায়ে টিকা বণ্টন পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে চাইছে কেন্দ্র। টিকা বণ্টনে ভারসাম্য রাখতে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বণ্টন পরিকাঠামোর রূপরেখা তৈরি করছেন। জানা গিয়েছে ফিকি, সিআইআইয়ের মতো সর্বভারতীয় বণিক সংগঠনগুলিকে টিকা বণ্টনের কাজে যুক্ত করা হতে পারে। সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয়ের কাজও আগে থাকতে সেরে রাখতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভ্যাকসিন উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে শুক্রবার এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই ভার্চুয়াল বৈঠকে নীতি আয়োগের কর্তাদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যোগ দিয়েছিলেন। পরে টুইটারে প্রধানমন্ত্রী জানান, টিকা উৎপাদন, বণ্টন, প্রাপকদের অগ্রাধিকার সহ সামগ্রিক 'ভ্যাকসিন নীতি' তৈরির ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। শুক্রবার কেন্দ্রের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ভারতে ৫টি টিকা গবেষণার কাজে অগ্রগতি ঘটেছে। তার মধ্যে ৪টি টিকার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের প্রয়োগ চলছে। ভারতীয় সংস্থাগুলির টিকা গবেষণায় বাংলাদেশ, মিয়ানমার, কাতার, ভুটান, বাহারিন, অস্ট্রেলিয়া, সুইৎজারল্যান্ডের মতো দেশকে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।প্রয়োগ সফল হলে ভারতের পাশাপাশি ওইসব দেশেও টিকার গণপ্রয়োগ শুরু হবে বলে কেন্দ্র জানিয়েছে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, করোনা টিকার গণপ্রয়োগ শুরু করতে কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিনের গুরুত্ব বেশি। ২টি টিকার দামই অন্যগুলির তুলনায় কম হওয়ার কথা। এগুলির কার্যকারিতা ৯০ শতাংশের বেশি। এর মধ্যে অক্সফোর্ডের তৈরি কোভিশিল্ড টিকা উৎপাদনের দায়িত্ব পেয়েছে সিরাম ইন্সটিটিউট। কোভিশিল্ডের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রায় শেষের পথে। অন্যদিকে, ভারত বায়োটেকের কোভ্যাকসিনেরতৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল শুরু হতে চলেছে। এই ট্রায়ালের জন্য কলকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা নাইসেডকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বর থেকে এখানে স্বেচ্ছাসেবকদের টিকাকরণের কাজ শুরু হওয়ার কথা। নাইসেডের ডিরেক্টর শান্তা দত্ত জানিয়েছেন, দেশের ২৬টি কেন্দ্রে ২৫ হাজার ৮০০ জনকে পরীক্ষামূলকভাবে কোভ্যাকসিন দেওয়া হবে। এর মধ্যে একহাজার টিকাকরণের দায়িত্ব পেয়েছে নাইসেড। তিনি জানান, নিয়ম অনুযায়ী, স্বেচ্ছাসেবকদের দুটি দলে ভাগ করা হবে। একটি দলকে কোভ্যাকসিন দেওয়া হবে। অন্যদের টিকার বদলে অন্য ওষুধ প্রয়োগ করা হবে। নির্দিষ্ট সময় দুই দলকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। তাঁদের শারীরিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও মহারাষ্ট্র, দিল্লি, হরিয়ানা, বিহার, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে এই টিকার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হতে চলেছে। শুক্রবার থেকে ওড়িশায় কোভ্যাকসিনের তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল শুরু হয়ে গিয়েছে। নাইসেড কোভ্যাকসিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের অংশ হতে পারলেও পশ্চিমবঙ্গের আর কোনও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এই তালিকায় নেই। যদিও স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজও করোনা টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য আবেদন জানিয়েছিল। এর মধ্যে ট্রপিক্যাল মেডিসিন কোভ্যাকসিনের ট্রায়ালের আবেদন করে। সূত্রের খবর, সেই প্রস্তাব এখনও ঝুলে রয়েছে। সাগর দত্ত আবেদন জানিয়েছিল রাশিয়ার গ্যামেলিয়া ইন্সটিটিউটের তৈরি স্পুটনিক ভি-এর ট্রায়ালের জন্য। সেই আবেদনও এ পর্যন্ত মঞ্জুর হয়নি। বর্তমানে করোনা টিকার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে মহারাষ্ট্রে। ওই রাজ্যের ৯টি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ভ্যাকসিনের হিউম্যান ট্রায়াল চলছে। তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশের ৩টি করে প্রতিষ্ঠানে এই ট্রায়াল চলছে বলে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রেজিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া (সিটিআরআই) জানিয়েছে।

বাংলায় ট্রায়াল

- বাংলার প্রথম কোভিড ভ্যাকসিনের তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল হবে।
- ট্রায়ালের জন্য কলকাতার কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা নাইসেডকে বেছে নেওয়া হয়েছে।
- ফিকির মতো বণিক সংগঠনগুলিকে টিকা বণ্টনের কাজে যুক্ত করা হতে পারে
- ২৬ টি পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রায় ২৬০০০ স্বেচ্ছাসেবকের উপরে পরীক্ষা চালাচ্ছে আইসিএমআর

হবু ফার্স্ট লেডির পলিসি ডিরেক্টর ভারতীয় বংশোদ্ভূত

ওয়াশিংটন, ২১ নভেম্বর : ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য কমলা হ্যারিসকে বেছে নিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট জো বাইডেন। তাঁর মন্ত্রীসভায় আরও অন্তত ২ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এবার হবু ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনের নীতি পরিচালক (পলিসি ডিরেক্টর) পদেও নিয়োগ পেয়েছেন একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তিনি হলেন ইলিনয়ের বাসিন্দা মালা আদিগা। মিনেসোটা স্কুল অফ পাবলিক হেলথ ইউনিভার্সিটি এবং শিকাগো ল' স্কুলের স্নাতক আদিগা বাইডেন ফাউন্ডেশন পরিচালিত হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড মিলিটারি ফ্যামিলিজ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ছিলেন। বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট থাকার সময় আমেরিকার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত ব্যুরোর বিভিন্ন প্রকল্পের উপ সহকারী সচিব হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। পোড়খাওয়া আইনজীবী আদিগা একসময় সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের পরমর্শদাতা ছিলেন। মার্কিন ফার্স্ট লেডির নীতি পরিচালকের পদে তাঁর নিয়োগ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বেশ কয়েকমাস আগে থেকে আমেরিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের ভোট নিজের দিকে টানার চেষ্টা করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। হিউস্টনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর একমঞ্চে আসা ও ট্রাম্পের ভারত সফর, চিরাচরিতভাবে ডেমোক্র্যাট পার্টির সমর্থক বলে পরিচিত ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের শিবির বদল নিয়ে জল্পনা তৈরি করেছিল। যদিও ভোটের ফল বলছে, ডেমোক্র্যাট পার্টির ভারতীয় ভোটব্যাংক মোটের ওপর অটুট রয়েছে। ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা আমেরিকার যেসব রাজ্যে প্রভাবশালী সেখানে বিপুল ভোটে জিতেছেন বাইডেন। এবার তাঁর প্রশাসনেও বেশ কয়েকজন ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জো বাইডেন যখন সরকার গড়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন তখন ট্রাম্পের ক্ষমতা ধরে রাখার আশা ক্রমশ মলিন হচ্ছে। শনিবার মিশিগান থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান জনপ্রতিনিধিরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ওই রাজ্যে বাইডেনের জয় মেনে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর আগে জর্জিয়ার জনপ্রতিনিধিরাও বাইডেনের জয়কে চ্যালেঞ্জ না জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে টিকে থাকতে হলে ট্রাম্পের পক্ষে মিশিগান ও জর্জিয়ায় জয় পাওয়া জরুরি ছিল। রিপাবলিকানদের শক্তঘাঁটি দুই রাজ্যেই এবার জিতেছেন বাইডেন। ফলে সেখানকার সবক'টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর ঝুলিতে গিয়েছে। হার মানতে নারাজ ট্রাম্প তাই মিশিগান ও জর্জিয়ায় ভোট পুনর্গণনার দাবি করেছিলেন। তাঁর আশা ছিল, স্থানীয় রিপাবলিকান পার্টির জনপ্রতিনিধিরা তাঁর পক্ষে থাকবেন। যদিও ট্রাম্পের নিজের দলের অনেকেই যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে জটিলতা চাইছেন না তা ঘটনাপরম্পরা থেকে বোঝা যাচ্ছে।

কে মালা আদিগা

- হবু ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনের পলিসি ডিরেক্টর হচ্ছেন
- ওবামার আমলে আদিগা প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন
- পোড়খাওয়া আইনজীবী আদিগা একসময় সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের পরমর্শদাতা ছিলেন
- বাইডেন ফাউন্ডেশন পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ছিলেন তিনি

ব্যাংক খুলতে দেওয়ার প্রস্তাব

মুম্বই, ২১ নভেম্বর : বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাকে ব্যাংক খুলতে অনুমতি দেওয়া হোক। রিজার্ভ ব্যাংকের একটি কমিটি এমন প্রস্তাবই দিল। একইসঙ্গে বেসরকারি ব্যাংকে প্রোমোটারের শেয়ারের সর্বোচ্চ সীমা ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৬ শতাংশ করারও সুপারিশ করেছে ওই কমিটি। ব্যাংক নয় এমন আর্থিক সংস্থা (এনবিএফসি)-র ৫০ হাজার কোটি টাকা বা তার বেশি সম্পদ থাকলে তাদের ব্যাংকে রূপান্তরিত করারও প্রস্তাব দিয়েছে ওই কমিটি। তবে সেসব এনবিএফসির ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পূরণ করতে হবে অন্যান্য শর্তও। ব্যাংক ও স্মল ফিনান্স ব্যাংক খুলতে ন্যূনতম মূলধন লাগে ৫০০ ও ২০০ কোটি টাকা। ন্যূনতম মূলধন বাড়িয়ে ১ হাজার কোটি এবং ৩০০ কোটি টাকা করার সুপারিশ করেছে ওই কমিটি। তারপরই ব্যাংকিং ব্যবসায় টাটা এবং আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর মতো বড় কর্পোরেট সংস্থার আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। টাটা গোষ্ঠীর হাতে থাকা এনবিএফসি 'টাটা ক্যাপিটাল' এবং আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটালের এখন সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে ৭৪,৫০০ কোটি টাকা এবং ৫৯ হাজার কোটি টাকা। ওই কমিটির সুপারিশ কার্যকর হলে ব্যাংকিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারে টাটা গোষ্ঠী এবং আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠী। ২০১৩-য় যখন ব্যাংকিং লাইসেন্সের জন্য আবেদনের সুযোগ দিয়েছিল তখন টাটা এবং আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর তরফে আবেদন করা হয়েছিল। পরে অবশ্য তারা সেই আবেদনপত্র তুলে নেয়।

দ্রাবিড়ভূমে অমিত শা

বিজেপির সঙ্গে জোটে এআইএডিএমকে

চেন্নাই, ২১ নভেম্বর : লোকসভা ভোটে ডিএমকে-কংগ্রেস জোটের কাছে জোর ধাক্কা খেয়েছিল এআইএডিএমকে-বিজেপি জোট। হিন্দি ভাষায় শিক্ষাদান সহ একাধিক ইস্যুতে মাঝে জোটে টানাপোড়েনও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সে সমস্ত মতবিরোধ, চাপানউতোরকে পাশে রেখে আগামী বছর তামিলনাড়ু বিধানসভা ভোটে বিজেপির সঙ্গে জোটসম্পর্ক বজায় থাকবে বলে শনিবার ঘোষণা করলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা এআইএডিএমকের আহ্বায়ক ও পনিরসেলভাম। এদিন চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সেখানে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ই পালানিস্বামী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ও পনিরসেলভাম। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লোকসভা ভোটে দুই দলের মধ্যে যে জোট হয়েছিল, তা আগামী বছর বিধানসভা ভোটেও বজায় থাকবে। আমরা ১০ বছর রাজ্যে সুশাসন দিয়েছি। ২০২১ সালের ভোটেও আমরা জিতব। তামিলনাড়ু সবসময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থন করবে। বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার কথা ঘোষণা করতেই পালটা এআইএডিএমকে নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের করোনা মোকাবিলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন অমিত শা।

তিনি বলেন, অন্যান্য দেশ যখন করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত করোনাকে রুখেছে। তামিলনাড়ুতে এই কাজটি করে দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী পনিরসেলভাম। তামিলনাড়ুর সুস্থতার হার সবথেকে বেশি। গর্ভবতী মহিলাদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে তামিলনাড়ুর মতো প্রশংসনীয় পদক্ষেপ আর কোনও রাজ্য করতে পারেনি। বিরোধী ডিএমকে-কংগ্রেস জোটকে বিঁধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যাঁদের আমলে ২জি কেলেঙ্কারি ঘটেছিল, তাঁদের মুখে দুর্নীতি বিরোধী কথাবার্তা মানায় না। ওঁদের মুখে রাজনীতি মানায় না। এদিন সকালে চেন্নাইয়ে পা রাখেন অমিত শা। প্রোটোকলের তোয়াক্কা না করে তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামী, উপমুখ্যমন্ত্রী পনিরসেলভাম প্রমুখ। আগামী বছর এআইএডিএমকে নেত্রী জয়ললিতা এবং ডিএমকে সুপ্রিমো করুণানিধিকে ছাড়াই ভোটে নামবে দুই পক্ষ। ২০১১ এবং ২০১৬-র ভোটে জয়ী হয়েছিল জোড়া পাতা শিবির। যদিও গতবছর লোকসভা ভোটে রাজ্যের ৩৯টি আসনের মধ্যে ৩৮টিতেই জয় ছিনিয়ে নেয় ডিএমকে, কংগ্রেস ও বামেদের জোট।

সংসদ চালু নিয়ে জল্পনা বাড়ালেন স্পিকার

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : করোনা আবহে বাদল অধিবেশন চালু করার জন্য যথেষ্ট প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল কেন্দ্র সরকারকে। রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ। সেই ভয়ের আবহে শীতকালীন অধিবেশন কেন্দ্র শুরু করবে কিনা, তা নিয়ে জল্পনা দেখা দিয়েছে। এদিকে, আগামী ২৫-২৬ নভেম্বর গুজরাটের আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে দু'দিনের স্পিকার্স সম্মেলন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই সর্বভারতীয় শীর্ষ স্পিকার্স সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। এপ্রসঙ্গে এদিন সংসদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বলেন, 'শীতকালীন অধিবেশন চালু হবে কিনা তার সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্র সরকার। এনিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়নি। আগামী সপ্তাহে সংসদীয় কার্যনির্বাহী সম্পর্কিত বিশেষ ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠকের পরেই তা সংগঠিত করা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, করোনা আবহে শীতকালীন অধিবেশন চালাতে রাজি নয় কেন্দ্র। আগামী বছর বাজেট অধিবেশনের সঙ্গে তা সংযুক্ত করার কথাও ভাবা হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্তরে। এর আগে বাদল অধিবেশন চালাতে গিয়ে নজিরবিহীন নিরাপত্তা নিয়েছিল সরকার। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি। সংসদ শুরুর আগেই ২৫ জন সাংসদ করোনা সংক্রামিত হন। অধিবেশন চলাকালীন করোনা সংক্রামিত হয়ে প্রাণ হারান তিনজন বর্তমান সাংসদ ও একজন প্রাক্তন মন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'ও করোনা সংক্রামিত হয়েছিলেন। আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও অধিবেশন চলাকালীন ৫ জন সাংসদ সংক্রামিত হন। বাধ্য হয়ে ১৮ দিনের সংক্ষিপ্ত অধিবেশনের মেয়াদ গুটিয়ে ১০ দিনের মাথায় তা শেষ করতে বাধ্য হয় কেন্দ্র। সংসদ শুরু হলে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে স্পিকার বলেছেন, সংসদীয় কার্যনির্বাহী মন্ত্রক ও লোকসভা সচিবালয় কিন্তু প্রস্তুত। তারা কেন্দ্রীয় বিধিনিষেধ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রোটোকল মেনে সংসদ পরিচালনার পক্ষে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে কেন্দ্রকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

উত্তর ত্রিপুরায় সংরক্ষণের দাবিতে ব্রু উপজাতিদের বিক্ষোভ। – পিটিআই

হোয়াইট হাউসে তিব্বতের নেতা

ওয়াশিংটন, ২১ নভেম্বর : আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসে গেলেন তিব্বতের নির্বাসিত সরকারের প্রধান লোবসান সানগাই। ছয় দশক পর তিব্বতের কোনও রাজনৈতিক নেতার এটাই প্রথম হোয়াইট হাউস সফর। সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন তিব্বত বিষয়ে নতুন বিশেষ সমন্বয়কারী হিসেবে রবার্ট ডেস্ট্রোকে নিয়োগ করেছে। তাঁর সঙ্গে বৈঠক করতে কেন্দ্রীয় তিব্বতি প্রশাসনের প্রধান লোবসান সানগাইকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কেন্দ্রীয় তিব্বতি প্রশাসন (সিটিএ) এ খবর জানিয়ে বলেছে, বেনজির বৈঠক। আশা করা যায়, আগামী দিনে আমেরিকার সঙ্গে সিটিএ'র সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

তিব্বত থেকে তাইওয়ান, নানা বিষয়ে চিনের সঙ্গে আমেরিকার বিতর্ক রয়েছে। গত জুলাইয়ে মার্কিন বিদেশসচিব মাইক পম্পেও অভিযোগ করেন, বেজিং তিব্বতিদের মানবাধিকার হরণ করছে। ওয়াশিংটন তিব্বতের 'অর্থপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' সমর্থন করে বলেও জানান তিনি। আবার বেজিংয়ের অভিযোগ, ওয়াশিংটন চিনকে ভাঙার চক্রান্ত করছে। এই প্রেক্ষিতে চিনকে চাপে রাখতেই নির্বাসিত তিব্বতি নেতাকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বৌদ্ধ অধ্যুষিত তিব্বত একটি স্বশাসিত অঞ্চল। দীর্ঘদিন থেকেই সেখানকার বাসিন্দারা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করার অভিযোগ রয়েছে চিনের বিরুদ্ধে। যদিও বেজিংয়ের দাবি, হিমালয়ের পার্বত্য এলাকাটির উন্নতি ও সমৃদ্ধির চেষ্টা করছে তারা।

গোরক্ষপুরে ছটপুজো উপলক্ষ্যে বিশেষ রীতি পালন রূপান্তরকামীদের।–পিটিআই

লোকসভায় মোদির জন্য মাত্র একটি প্রশ্ন

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এটাই সত্যি। সপ্তদশ লোকসভায় এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য করা হয়েছে একটি মাত্র সওয়াল। এটিই এমন একমাত্র প্রশ্ন যেখানে প্রধানমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এর উত্তর দেননি। তাঁর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং এর উত্তর দিয়েছিলেন। লোকসভা সাংসদ সুধীর গুপ্তা, গজানন কীর্তিকর ও বিদ্যুৎবরণ মাহাতো সম্মিলিতভাবে প্রশ্ন করেছিলেন। কী ছিল সেই প্রশ্ন? তিন সাংসদ প্রশ্ন করেছিলেন, সরকার বিনিয়োগ এবং বিকাশ সম্পর্কিত রোজগার ও কৌশল বিকাশ যোজনার জন্য কি কোনও বিশেষ সমিতি গঠন করতে ইচ্ছুক? উত্তরে প্রধানমন্ত্রীর বকলমে জিতেন্দ্র সিং বলেন, ২০১৯ সালে এই সম্বন্ধীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে যার নেতৃত্বে রয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া এই কমিটিতে রাজনাথ সিং, নীতিন গড়করি, অমিত শা, নির্মলা সীতারামন ও পীযূষ গোয়েল রয়েছেন। মজার বিষয়, মোদি জমানার এই সাড়ে ছয় বছরে এটিই একমাত্র প্রশ্ন যা ছিল সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর জন্য। সংসদীয় নীতিতে প্রশ্নোত্তর পর্বের গুরুত্ব অপরিসীম। সেখানে যে কোনও সাংসদ যে কোনও মন্ত্রক এমনকি প্রধানমন্ত্রীকেও সওয়াল করতে পারেন। কিন্তু মোদি জমানায় এযাবৎ সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর জন্য ধার্য হয়েছে মাত্র একটি প্রশ্ন। লোকসভা সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে এই তথ্য। প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে সাংসদদের অনীহা থাকলেও অন্যান্য মন্ত্রকের জন্য কিন্তু বরাদ্দ হয়েছে প্রচুর প্রশ্ন। সপ্তদশ লোকসভায় এখনও পর্যন্ত কৃষিমন্ত্রকের জন্য ৯৩১টি, অর্থমন্ত্রকের জন্য ৮২৪, জলশক্তিমন্ত্রকের জন্য ৭৫৫টি, সিভিল অ্যাভিয়েশনের জন্য ৫১২টি, প্রতিরক্ষামন্ত্রকের জন্য ৩০৯টি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জন্য ৬৮৭টি, বিদেশমন্ত্রকের জন্য ২৪৪টি, বাণিজ্যমন্ত্রকের জন্য ৫১৪ ও অ্যাটমিক এনার্জির জন্য ৬৮টি প্রশ্ন করা হয়।

মারিয়ানা খাতে অভিযান চিনের

বেজিং, ২১ নভেম্বর : বিশ্বের গভীরতম সামুদ্রিক খাদ হিসেবে পরিচিত প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চে অভিযান চালাল চিন। তিন সদস্যের এক গবেষক দলকে নিয়ে সেখানে নেমেছে চিনের ডুবোযান ফেনদৌজা বা স্ট্রাইভার। সমুদ্রের গভীরতম তলদেশে গবেষণা চালানোর জন্য এই অভিযান বলে চিন জানিয়েছে। শুক্রবার এই অভিযানের একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়। চিনা রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভিতে বলা হয়, ফেনদৌজা চলতি মাসের প্রথম দিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের ১০ হাজার ৯০৯ মিটার নীচে নেমে জাতীয় রেকর্ড করেছে। এক্ষেত্রে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হলেন একজন মার্কিন অভিযাত্রী। ২০১৯ সালে তিনি সমুদ্রগর্ভের ১০ হাজার ৯২৭ মিটার নীচে পৌঁছোন।

সিসিটিভির খবরে বলা হয়েছে, ডুবোযানটির গায়ে আছে সবুজ ও সাদা রংয়ের মিশেল। ভিডিও চিত্রে দেখা গিয়েছে, ডুবোযানটি সমুদ্রের গভীরে নামছে। এর চারদিকে ছিল বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাবশেষ। সমুদ্রের তলদেশ স্পর্শ করার ছবিও ভিডিওতে দেখা গিয়েছে। অভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের গবেষক ঝু মিন বলেন, আমাদের অভিযান সফল হয়েছে কিনা জানতে অন্তত দুটি পরীক্ষামূলক অভিযান চালাতে হবে। জানা গিয়েছে, এই অভিযানে চিনের গবেষকরা মারিয়ানা ট্রেঞ্চের জীববৈচিত্র্যের ওপর গবেষণা করবেন। তাঁরা সেখান থেকে জীববৈচিত্র্যের নানা নমুনা সংগ্রহ করবেন। এক্ষেত্রে রোবট ব্যবহার করা হবে। এছাড়া শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করে চারপাশের পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখা হবে।